JUN 1 1 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

শিক্ষা বিভাগের অনিয়ম প্রসঙ্গে

গত শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকের ভিতরের পাতায় পত্রস্থ একটি ছবিতে দেখা যায়, কিছু লোক খোলা আকাশের নীচে গাছের গুঁড়িতে গোল হইয়া বসিয়া আছেন। চোখে-মুখে তাহাদের প্রতীক্ষা এবং পেরেশানির ছাপ। ছবির দৃশ্যটি দেখিয়া যে কাহারও ভ্রম হইতে পারে যে, ইহা হয়তো মফস্বলের কোন রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের আলোকচিত্র। আদতে কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নয়। এই ছবি শিক্ষাভবনের আঙ্গিনার। যাহারা বসিয়া অপেক্ষায় প্রহর গুনিতেছেন, তাহারা রাজধানীর বাহির হইতে আসা শিক্ষক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। এই আলোকচিত্রের সহিত প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামটিও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। 'অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ আর দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে শিক্ষা ভবন' শীর্ষক প্রতিবেদনে যে চিত্র বিধৃত হইয়াছে তাহা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনই গ্লানিকর। এখানে নাকি ঘাটে ঘাটে দুর্নীতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি, বদলী, বিষয়ভিত্তিক বয়স বৃদ্ধি সংক্রান্ত কাগজপত্র ছাড় করাইয়া নেওয়া ইত্যাদি কাজে ঘুষ ছাড়া কথা নাই। গ্রাম-মফস্বল হইতে নানা প্রয়োজনে শিক্ষাভবনে আসিয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের পেরেশানির অন্ত থাকে না। এই কাজে বারবার আসা-যাওয়া করিতে এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎকোচের দাবী মিটাইতে গিয়া অনেকের সর্বস্বান্ত অবস্থা। এইদিকে গত রবিবারের খবর, ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষাভবনের ৪ কর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে। এতেই নাকি আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে শুরু হইয়া গিয়াছে দেন-দরবার; এই রকম ঘটনা নাকি শিক্ষাভবনে আর ঘটে নাই। 'দুর্নীতির জন্য শাস্তিমূলক(?) বদলী আগেও হইয়াছে সত্য, তবে তাহা এক রুম হইতে অন্য রুমে, এক টেবিল হইতে অন্য টেবিলে। বাস, এই পর্যন্তই! এইবারই প্রথম দেখিতে পাওয়া গেল যে, কর্তৃপক্ষ ৪ কর্মচারীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর (!) ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের ঢাকার বাহিরে ট্রান্সফার করা হইয়াছে, তাহাও আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। আলোচ্য সংবাদচিত্রের নির্যাস করিলে যে সারসত্যটি বাহির হইয়া আসে তাহা এই যে, আমাদের শিক্ষা বিভাগেও দুর্নীতি ও নীতির মধ্যকার প্রভেদরেখাটি মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিভাগে অনেকে আছেন যাহাদের জীবনদৃষ্টি আর ঘুষ-দুর্নীতি একাকার হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিকই বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। ঘুষ-দুর্নীতি কেবল ঢাকায় শিক্ষাভবনে তাহা নয়, ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, রোগটি শিক্ষা বিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করিয়াছে; প্রত্যন্ত গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হইতে শুরু করিয়া রাজধানীর সুউচ্চ ভবনে কর্মরত শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী পর্যন্ত এই ব্যাধি বাসা বাঁধিয়াছে। ইহার মানে অবশ্য এই নয় যে, শিক্ষা বিভাগের সকলেই ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ। উত্তম স্বভাবের কর্তব্যপরায়ণ এবং নীতিনিষ্ঠ কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকও নিশ্চয়ই অনেক আছেন। কিন্তু 'মনে ও মানে' তাহারা যে ভাল নাই, সেকথা অনুধাবন করা কঠিন নয়। গত রবিবার শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংসদে জানাইয়াছেন, এইবার এসএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তাদানের অভিযোগে ১৩৪ জন শিক্ষক ও ভিজিলেন্স টীমের সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে; অন্যদিকে নকলের অভিযোগে বহিষ্কৃত হইয়াছে ২৬ সহস্র পরীক্ষার্থী। বহিষ্কৃত ছাত্র-ছাত্রীরা যে দুর্নীতিপ্রবণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেসব শিক্ষক এবং কর্মকর্তা নকলে সহায়তা দানের অভিযোগে শাস্তি পাইলেন, তাহাদের কোন অভিধায় চিহ্নিত করা যায়?

বস্তুতঃপক্ষে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি এমনভাবে জাল বিস্তার করিয়াছে, যাহাতে জাতির 'মেরুদণ্ড'খানা বাঁকিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। স্কুল-কলেজে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও একশ্রেণীর শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগরের পবিত্র ভূমিকা উপেক্ষা করিয়া অনভিপ্রেত স্বার্থচারিতায় ব্যতিব্যস্ত। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি শ্রেণী ঘুষ ছাড়া কিছু বুঝেন না। নালিশ আছে, ঘুষ পাইলে তাহারা রাতকে দিন বানান আর দিনকে রাত। শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশ্নপত্র ফাঁস করিয়া দেন। পরীক্ষার্থীদের নিবন্ধন, ফরমফিলাপ, মার্কশিট ইত্যাকার বিষয় নিয়া হামেশাই নয়ছয় করিয়া থাকেন। দুর্নীতি হয় শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগে। অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরিনানসহ সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে। ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়াও চলিতেছে বিভিন্ন স্তরে বিবিধ দুর্নীতি। শিক্ষার মান ক্রমেই হইতেছে নিম্নাভিমুখী। কথায় বলে, মাছের পচন শুরু হয় মাথা হইতে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, শিক্ষা বিভাগেরও পচনশীল মাছের দশা হইয়াছে। উপর হইতে তৃণমূল পর্যন্ত পচন ধরিয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমরা যে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তাহা কি করিয়া বাস্তবায়িত হইবে?

সত্য বটে, আমাদের সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘুষ-দুর্নীতি আছে, আছে নানা অনিয়ম। তাহা হইলেও শিক্ষা বিভাগের বিষয়টি প্রথম বিবেচনার দাবী নিশ্চয়ই রাখে। শিক্ষার উপর বরাবরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে; প্রত্যেক বছরই বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয় শিক্ষাখাতে। বেসরকারী শিক্ষকরাও এখন মূল বেতনের ৯০ শতাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে পাইয়া থাকেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্যও বিপুল ব্যয় হইতেছে। উপবৃত্তি দেওয়া হয়। এইসব আনুকূল্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রযত্নশীলতার উদ্দেশ্যতো একটাই যে, আমাদের সন্তানেরা সুশিক্ষা লাভ করিবে, আমরা পাইব সুন্দর ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই কি তার নমুনা? শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন অসাধু শিক্ষক শ্রেণীটি থাকিতে আমাদের সেই স্বপ্ন-সাধ কি পূরণ হইবে? এ এক জরুরী প্রশ্ন। আমরা আশা করি, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিবেন। শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করিতে আশু এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি।